লিটল ম্যাগ উদ্যোগ

লিটল ম্যাগাজিন ও তাদের প্রকাশিত বইয়ের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র

৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, দোতলা, কলকাতা ৭ (৯১৬৩৬৭৮৪৮১, ৯৮৭৪৯৭২২২৭)

Vol 4 Issue 20 16 April 2013 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com



১৬ এপ্রিল ২০১৩

•হঠকারীতা পূ ২ •নাট্যকোজাগরী পূ ২ •গোলিবার পূ ৩ •শর্মিলা পূ ৩ •যোলোবিঘা পূ ৩ •আজমের পূ ৪ •পাখি পূ ৪ •পুস্তক পূ ৪ •বার্ড ফ্লু পূ ৪

মোদির কলকাতা সফরের সময় মোদি বিরোধী পথনাটিকা প্রদর্শন



১০ এপ্রিল, সংবাদমন্থন প্রতিবেদন •

গত ৯ এপ্রিল গুজরাতের ২০০২ সালের হিংসার অন্যতম নায়ক নরেন্দ্র মোদির কলকাতা সফরকে কেন্দ্র করে ৮-৯ এপ্রিল মোদি বিরোধী কর্মসূচি পালিত হল। ৮ এপ্রিল বিকেল সন্ধ্যেয় মেটিয়াব্রুজ মহেশতলা অঞ্চলে আকড়া ও সম্ভোষপুর স্টেশনের সামনে এবং হাজিরতন শিশুভারতী স্কুলের সামনে একটি পথনাটিকা করে একটি আবেদন রাখা হয়। ওই অঞ্চলের বিভিন্ন মানুষের করা এই 'মানবতার কাছে আবেদন'–এ পরিষ্কার বলা ছিল, আজ যে রাপেই হাজির করা হোক না কেন, মানুষ জানে, নরেন্দ্র মোদি একজন গণহত্যার নায়ক। ২০০২ সালের হিংসার সময় এই মেটিয়াবুরুজ মহেশতলার দর্জিরা নতুন জামাকাপড় পাঠিয়েছিল সেখানকার দুর্গত মানুষের জন্য। নরেন্দ্র মোদির বিচার এখনও হয়নি। তার বিচার চাই। সে পশ্চিমবাংলায়

আবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে যেমন একান্তরের গণহত্যাকারীদের বিচার হচ্ছে, মোদিরও সেরকম বিচার হওয়া

'... না, সেই গণহত্যার ঘটনাবলীকে এত সহজে আমরা ভূলে যেতে পারি না। আজও সেই হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের নায়কদের চরমতম অন্যায়ের বিচার হয়নি। আমরা আজও ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় রয়েছি। ...

তাকিয়ে দেখুন বাংলাদেশের দিকে। ১৯৭১ সালের গণহত্যার নায়কদের বিচারের দাবিতে আজ সোচ্চার সেদেশের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা। সেখানেও নির্বাচনী ফায়দা লুঠতে গণহত্যার নায়কদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছিল কখনো আওয়ামি লিগ, কখনো বিএনপি ইত্যাদি দলেরা। যুদ্ধাপরাধীকে মন্ত্রী পর্যন্ত করা হয়েছিল বাংলাদেশে। কিন্তু সেই নির্লজ্জ আপোসের জবাব দিয়েছে চার দশক পরে ঢাকার শাহবাগ স্কোয়ারের গণজমায়েত।

'পরিবর্তক' নাট্যগোষ্ঠীর ২০ মিনিটের মোদিবিরোধী পথনাটক 'হিম্মতওয়ালা' হওয়ার সময় পথচারীরা সেই নাটক দেখতে দাঁড়িয়ে যায়।

৯ তারিখ কলেজ স্কোয়ারে ফের এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয় দু–বার। সেখানে 'শাহবাগ সংহতি, পশ্চিমবঙ্গ'–র পক্ষ থেকে দুপুর দুটো থেকে সন্ধ্যে ছ-টা পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচিতে ছিল হ্যান্ড মাইকে বক্তৃতা, নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে, শাহবাগ আন্দোলনের সপক্ষে পোস্টার প্রদর্শনী এবং 'মানবতার কাছে আবেদন'-এর লিফলেট বিলি।

বিকেলে এই অনুষ্ঠান চলাকালীন তার থেকে একটু দূরে কফি হাউসের সামনে ছাত্রছাত্রীরা মোদিবিরোধী একটি পথসভা করে। কিছু ছাত্রছাত্রী মোদির কুশপুতুল নিয়ে মিছিল করে এবং পরে সেই কুশপুতুল পোড়ায়। সকালে গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে নরেন্দ্র মোদিকে কালো পতাকা দেখায় কিছু ছাত্রছাত্রী এবং থিয়েটার কর্মী। পুলিশ জমায়েত ভেঙে দিয়ে ২৩ জনকে গ্রেফতার করে। পরে বিকেলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

ভেজাল স্টিল দিয়ে তৈরি হয়েছে কুডানকুলামের চুল্লি, তদন্ত দাবি

শমীক সরকার, কলকাতা, পিএমএএনই–র বিশেষজ্ঞ সংস্থার প্রধান জি দেভাসহায়ম–এর রিপোর্ট থেকে •

এ গোপালাকৃষ্ণণ, ভারতের অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং ভারতের পরমাণু শক্তির পক্ষে সওয়ালকারীদের মধ্যে এক অন্যতম ব্যক্তিত্ব কুডানকুলাম পরমাণু চুল্লি কতটা নিরাপদ তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। ৬ এপ্রিল ভারতে শক্তির ভবিষ্যৎ রূপরেখা প্রসঙ্গে একটি সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, অবিলম্বে কুডানকুলামের যন্ত্রপাতি কতটা নিরাপদ তা নিয়ে তদন্ত হওয়া দরকার। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই রাশিয়ার সরকারি পরমাণু কোম্পানি রোসাটোম-এর একটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি জিও-পোডোলোক্ষ-এর ডিরেক্টর শুতভ গ্রেফতার হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে রাশিয়ার সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থা অভিযোগ এনেছে, তিনি টাকা খেয়ে দুর্বল ইউক্রেনিয়ান স্টিলের তৈরি মালপত্র দিয়েছেন রোসাটোমের পরমাণু চুল্লিগুলি বানানোর কাজে। রাশিয়া থেকে আমদানি করা দুটি চুল্লির নিরাপত্তা নিয়ে পুনর্বিবেচনা করে দেখছে চীন।

এরপর দুয়ের পাতায়

গ্রাম জনসাধারণের বর্ষশেষের উৎসব গাজন





জয়নগর থানার মজিলপুর কয়ালপাড়ার একশ' সাঁইত্রিশ বছরের ঐতিহ্যশালী চার–চড়ক, ৩১ চৈত্র। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জনপ্রিয়তম লোকনাটক গাজন হচ্ছে জয়নগর থানার তোসরা ভগবানপুর–এ। হিন্দু মুসলিম খ্রীস্টান নির্বিশেষে সবাই অংশগ্রহণ করে এই উৎসবে। বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই সন্ম্যাসী হয়। এটারই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নাম, মালদহে গম্ভीরা, মূর্শিদাবাদে আলকাপ, নদীয়ায় বোলান, পুরুলিয়ায় ছো, উত্তর চব্বিশ পরগণায় ফেস্যা গান। সুফসল, ভালো वृष्ठित জन्ते এই উৎসব। শिবকে সূর্য এবং পার্বতীকে পৃথিবী রূপে কল্পনা করা হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ছ'টি থানায় এই অনুষ্ঠান হয়, জয়নগর, কুলপি, কাকদ্বীপ, মন্দিরবাজার, মথুরাপুর, কুলতলি। সঞ্জয় ঘোষ, জয়নগর, ১৫ এপ্রিল।

আলুর ফলন ভালো হয়েছে, দাম নেই

গা–গতরে খেটে লাভ কী হল?

৭ এপ্রিল, জাকির হোসেন, বড়দিগরুই, পরশুড়া, মেদিনীপুর •

তিন বিঘা জমিতে (৩৩ শতকে বিঘা) আলুর চাষ করেছি। এক বিঘা নিজের জমি। ২ বিঘা জমি পরের কাছ থেকে ভাগে নিয়েছি। জমির মালিককে মোট আলুর চারভাগের একভাগ দিতে হবে। সে কোনো খরচপাতি দেবে না। শ্রম ও শ্রমিক — সব খরচই আমার। এবারে বিঘায় খরচ হয়েছে ১৬,০০০ টাকা। এক বিঘায় ৭০ প্যাকেট (৫০ কেজি) আলু পেয়েছি। মার্চের শেষ সপ্তাহে ১৮০ টাকা এবং ২০০ টাকা করে প্যাকেট বিক্রি করেছি।

সরকার আমাদের এলাকায় আলু কেনেনি। রেটও জানি না। আজ শুনলাম আলুর দাম ২৮০ টাকা/বস্তা হয়েছে। কিন্তু এখন তো আর আমাদের মতো চাবির হাতে আলু নেই। বড়ো চাষি আর মহাজনদের হাতে আলু রয়েছে। আমরা তো ধারদেনা করে চাষ করি। দেনা শোধের তাড়া থাকে। দেনার শর্তই থাকে আলু ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মহাজনের কাছে আলু বিক্রি করতে হবে। যার ফলে আলু ধরে রাখতে পারি না। এবারে আলু ভালো হয়েছে। দাম ভালো নেই। লোকসান হয়েছে। গা– গতরে খেটে লাভ কী হল?

সরকারের আলু কেনার খবর শুধু কাগজের পাতায়

৭ এপ্রিল, মুহাম্মদ হেলালউদ্দিন, মুর্শিদাবাদ • আলু চাষ হয় মূর্শিদাবাদের ময়ুরাক্ষী নদীর দুই তীরে বড়ঞা ও ভরতপুর থানা এলাকায়। এবারে আলুর ভালো ফলন আলুচাষির জন্য আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ হিসাবে দেখা দিয়েছে। আলুর দাম নেই। সরকারের কেনার খবর শুধু খবরের কাগজের পাতায়।

আলু চাষ করতে চার বার ট্রাক্টরে চাষ দিতে হয়। এতে বিঘা প্রতি দু–হাজার টাকা খরচ হয়। আমাদের এখানে ৩৩ শতকে বিঘা। বীজ লাগে পাঁচ বস্তা, দাম ছ-হাজার টাকা। বস্তায় পঞ্চাশ কেজি। রাসায়নিক সার ১০–২৬–২৬ তিন বস্তা লাগে, দাম তিনশো টাকা। জলসেচ লাগে পাঁচ বার, খরচ পড়েছে পাঁচশো টাকা। কীটনাশক লেগেছে দুশো টাকার। শ্রমিক লেগেছে ২০ জন, জনপ্রতি মজুরি দুশো টাকা। এইসব মিলে মোট খরচ পড়েছে ১৬,৩০০ টাকা। এবারে বিঘায় আলু হয়েছে চার হাজার কেজি। প্রতি কুইন্টাল আলুর দাম ছিল চারশো টাকা অর্থাৎ সব আলু বিক্রি করে পাওয়া গৈছে ১৬,০০০ টাকা। অর্থাৎ লাভের ভাঁড়ার শূন্য। আলু জমি থেকে উঠতে নব্বই দিন সময় লাগে, তবে আলু পাকা হয়। তখন হিমঘরে রাখা যায়। মুর্শিদাবাদের হিমঘরে রাখা আলু বীজ হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী হয় না। তাই মুর্শিদাবাদের আলুচাষি বীজের জন্য ষ্ঠালি কিংবা পাঞ্জাবের ওপর নির্ভর করে।

কাঁটাতারের সীমান্ত থেকে

অসিত রায়, বামনহাট, কোচবিহার, ১৩ এপ্রিল • বাংলাদেশের মেয়ে ফেলানির মতদেহ[ি] সারা দনিয়াকে তোলপাড় করেছিল। ঠিক কী হয়েছিল শীতের সেই রাতে? ফেলানির বাবা নুরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাগেশ্বরী উপজেলা, কুড়িগ্রাম জেলার একটি গ্রামে থাকতেন। চুড়ান্ত দারিদ্রোর ফলে তিনি বাংলাদেশ ছেডে আসামে গিয়ে বসবাস করতেন। আইনি বা বেআইনি — এ ধরনের দেশান্তর গোটা পৃথিবীতে আকছার ঘটছে। নুরুল ইসলাম তাঁর মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছিলেন বাংলাদেশের কুড়িগ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে। ৭ জানুয়ারি ২০১১ খুব ভোরে কোচবিহারের দিনহাটা-২ ব্লকের অন্তর্গত চৌধুরিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে কাঁটাতারের সীমান্ত পেরিয়ে কুড়িগ্রাম পৌছবেন তাঁর মেয়েকে নিয়ে, বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। নুরুল প্রথমে মই বেয়ে পার হলেন। ফেলানি যখন পার হতে গেল, তার পোশাক আটকে গোল কাঁটাতারে। আর্তচিৎকারে ফেলানির গলা ছড়িয়ে পড়ল দিনহাটা-২ ব্লকের আশেপাশে সৌমান্ত ৯৪৭, ৩ এবং ৪নং পিলারের মাঝখানে)। 'পানি, পানি' আওয়াজ শুনে বীরপৃঙ্গব বিএসএফ জওয়ানরা নির্বিচারে গুলি করতে শুরু করে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সে জল চেয়েছিল। ফেলানির কান্নায় অনেক মানুষ সেই শীতের ভোরে জড়ো হয়েছিল। তার মধ্যে একজন ছিল এই হাই মাদ্রাসার ক্লাস সিঙ্গে পড়া ওমর ফারুক। বিএসএফ ফেলানির মৃতদেহ দড়ি দিয়ে বেঁধে বাঁশের খাঁচা বানিয়ে, কাঁধে বয়ে নিয়ে যায় দিনহাটায়। পরদিন ফেলানিকে কবর দেওয়া হয় কুড়িগ্রামে। বিয়ের ছাদনাতলার বদলে কবরে, বাংলাদেশের কাগজে লেখা হল, ফেলানি ঝুলছে না, ঝুলছে বাংলাদেশ। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতে, প্রতি চারদিনে একজন বাংলাদেশিকে এরকম নির্বিচারে হত্যা করে ভারতের সীমান্ত প্রহরীরা। যা বার্লিন প্রাচীরেও ঘটনি।

দিনহাটা আমার জন্মস্থান। কিন্তু সীমান্তে কোনোদিন মাত্র দু-বছর আগে কাঁটাতারের মাঝে ঝুলস্ক, ১৫ বছরের যাইনি, তাই ফেলানি স্মরণে এবার ঠিক করলাম চৌধুরিহাটের সেই সীমান্তে গিয়ে নিজে উপলদ্ধি করবে সীমান্তের মানুষের ইতিবৃত্ত। ফেলানিকে নিয়ে তাদের স্মৃতি কী তা জানব। বুঝব হাজার কিমি জুড়ে কাঁটাতারের এপাশে বা ওপাশে একই ভাষাভাষী মান্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভাষী সীমান্ত প্রহরীর শাসন ও টহলের মাঝখানে কেমন আছে? ফেলানি ও তার বাবা গিয়েছিল সেই খিতাবের কৃঠি গ্রাম পার হয়ে। মাদ্রাসার কিশোর প্রত্যক্ষদর্শী ওমর ফারুককে চিনতে যাব। জানব, কাঁটাতারের ওপারে কোনো নাগরিক পরিষেবা ছাড়াই মানুষ কীভাবে দিন গুজরান করছে? সীমান্ত প্রহরীদের কঠোর বাধানিষেধ কীভাবে তাদের জীবনে প্রতিবন্ধক হয়েছে? পানীয় জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ছাড়া মানুষ সেখানে কি শুধু কাঁটাতার পেরিয়ে একবার ভোট দিতে আসছে? পঞ্চায়েত, বিধানসভা বা লোকসভায়? তাদের জীবনে এইসব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কী? কৃষক কীভাবে সেখানে বেঁচে আছে?

তিস্তা-তোর্সায় ২৩ মার্চ নামলাম নিউ কোচবিহার। সেখান থেকে তিন কিমি দূরে মন্থনের বন্ধু রামজীবন ভৌমিকের বাড়ি। গেলাম রিকশায়। একদিন কোচবিহারে থেকে দিনহাটা পেরিয়ে সীমান্ত স্টেশন বামনহাটে যাব। কোচবিহারে প্রস্তাব ছিল রাজবাড়ি, সাগরদিঘি, শিবমন্দির, পুণ্ডিবাড়ি, মধপরধাম এইসব জায়গা দেখার। রামজীবনের কাছ থেকে সাইকেল নিয়ে শৈশবের এই ছিমছাম সুন্দর শহরটা ঘুরতে বেরোলাম। দেড় বর্গ কিলোমিটার টলটলে জলের দিঘিটা প্রায় শৈশবের স্মৃতির মতোই আছে। চারপাশে সেই পুরোনো সরকারি অফিস, লালরঙা বিল্ডিং, ব্যাঙ্ক, মন্দির স্ট্যাচু ইত্যাদি। রাজাদের সমাধিক্ষেত্র দেখে বিকেলে লেখকদের সাথে গল্প, পরদিন ৫০ কিমি দুরের স্টেশন বামনহাট।

এরপর দুয়ের পাতায়

চলতে চলতে

লেগে গেছে চৈত্রের বাতাস

অমিতাভ সেন, ভবানীপুর, ৮ এপ্রিল শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনে মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজের দিকে বেরোতে গেটের মুখে পাহারাদার পুলিশের গলা শোনা গেল, 'কী হচ্ছে! এখানে এসব করবেন না। সরে যান।' গেটের সামনে ফুটপাথের ওপর কলেজের ছাত্ররা একটা ঠান্ডা পানীয়র ক্যান নিয়ে ফুটবল খেলছে। গেটের সামনে সিঁড়ির ওপর ছাত্রীরা বসে হাসাহাসি করছে। এই ফুটপাথটা ওই কলেজের এত গায়ে গায়ে যে ছাত্রছাত্রীরা এখানেই রোজ আড্ডা জমায়। পুলিশের কথা ছাত্ররা কানেই নিচ্ছে না। যে ছেলেটার সাজগোজ দেখনদারী সে ক্যানটা নিয়ে পায়ে নাচানোর চেস্টা করছে যেমন করে বল নাচায়। আমি পাশ কাটিয়ে বাঁদিকে ঘুরে ডান হাতের রাস্তা ধরলাম — শচীন মিত্র লেন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই পৃথিবী এত তেতে উঠেছে যে বেলা সাড়ে চারটেতেও রাস্তা থেকে ওঠা গরম ভাপে গায়ে যেন আগুনের হলকা লাগছে। চৈত্রের বাতাস নড়ছে না৷ বাঁদিকে একটা বাড়ির গায়ে সাদা ফলকে লেখা, শহীদ শচীন্দ্রনাথ মিত্র। দাঁড়িয়ে পড়লাম। ফলকে লেখা আছে, মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য শচীন্দ্রনাথ ১৯৪৭ সালে দাঙ্গার সময়ে শান্তি মিছিলে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ছুরিকাহত হয়েছিলেন।

যাব এই গলিরই ওই মুখে বাগবাজার স্ট্রীট। দু–পাশের বাড়িগুলো বেশ পুরোনো। আমাকে পেরিয়ে একটা মারুতি ভ্যান সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। স্কুলের বাচ্চায় ভর্তি সেই গাড়িটা দাঁড়াতেই বাচ্চারা সমস্বরে চেঁচাতে লাগল, 'শহরে ঢেউ উঠেছে, শহরে ঢেউ উঠেছে'। অমনি ডানদিকের গলিতে দেখি এক বয়স্ক মহিলা আলুথালু বেশে বেরিয়ে এসে বাচ্চাগুলোর মা–বাপ তুলে উদুম গালাগাল করতে শুরু করল। বাচ্চাদের এক সঙ্গী নেমে যাওয়া পর্যন্ত বাচ্চাদের স্লোগান 'শহরে ঢেউ উঠেছে' আর সেই মহিলার গালাগালি চলতে থাকল। গাড়ির ড্রাইভার বার দুয়েক বাচ্চাগুলোকে হেই হেই করে ধমক দিয়ে হেসে ফেলল। একটা কুকুর ছুটে এসে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে গাড়ির কাঁচের জানলায় উঁকি মেরে কাকে যেন খুঁজছে। হুস করে গাড়ি ছেড়ে দিল।

বাচ্চাদের গলা মিলিয়ে যেতে যেতেই ঢাকের আওয়াজ। ঢাক ঠিক নয়, দু–হাতে দুই কাঠি নিয়ে চড়বড়ি বাজাতে বাজাতে আসছে ফতুয়া পড়া গলায় গামছা দেওয়া এক বৃদ্ধ। সঙ্গে একটা রোগা কালো বউ লাল হলুদ চেককাটা শাড়ি পরে মাটির সরা হাতে হাঁকছে, 'বাবা তারকনাথের চরণের সেবা লাগে -মহাদেব।' দোতলার ঝলবারান্দা থেকে এক ভদ্রমহিলা একটা কয়েন ছুঁড়ে দিলেন। মাটির সরায় পড়ে পয়সাটা গড়িয়ে গেল ঢাকির খালি পায়ের মাঝে লুঙির ছায়ার দিকে। চাষি বউ ঝুঁকে সেটা কুড়িয়ে নিল।

আচ্ছা, এরা চাষি তো? চেহারায় পোষাকে সেরকমই লাগছে। সময়টাও চৈত্র মাস। গাজনের সন্যাসীরা তো বরাবর গ্রামেরই বেকার কৃষক। হয়তো আজই এসেছে উত্তর চব্বিশ প্রগনার কোনো গ্রাম থেকে। অথবা গাঁ ছেড়ে দমদমের কোনো বস্তিতে এসে উঠেছে আরও আগে।

যাই হোক, সরায় একটা টাকা দিতে গিয়ে দেখলাম, একদানাও চাল নেই। আগে আমাদের মা–মাসিরা দেখতাম শুধু টাকা দিত না, সঙ্গে এক কৌটো চাল দিত। কেউ কেউ আলুটা–কলাটা দিত। দেখতে দেখতে বাগবাজার স্ট্রীটে পড়লাম। সামনের পুরোনো বাড়িতে একতলার অন্ধকার ঘুপচিউ ঘরে শেষ বিকেলের অল্প আলোয় তক্তপোষের পরে এক দাদু তার নাতিকে পড়াচ্ছে, 'তাহলে কোনটা বড়ো? বলো বলো ...' দাদুর গর্জন নাতির নীরবতা ... আমি তাদের পাশ কাটিয়ে কোণের সিঁড়ির দিকে চলেছি। আমার গন্তব্য দোতলায়। সেখানে আমার ছাত্রী অপেক্ষা করছে। কিন্তু কী পড়াবো ভাবছি। কোনো শিক্ষাতেই কি কিছু শিখিয়ে তোলা যাবে? চৈত্রের বাতাস যে নড়ছে না।

সংবাদমন্থন ২ Vol. 4, Issue 20 KHOBORER KAGOJ SANGBADMANTHAN 16 April 2013

সম্পাদকের কথা

পয়লা বৈশাখের দুঃসংবাদ

আমরা পয়লা বৈশাখের দিন বলি শুভ নববর্ষ। কিন্তু এক— একটা ঘটনা দিনটাকে দুঃখের করে তোলে। এমনই এক করুপ ঘটনা ঘটল জয়পুরের নবনির্মিত ঘাট কি গুনি টানেলে দুপুর আড়াইটা নাগাদ। 'শুভ নববর্ষ'—এর দিন আমরা সন্ধ্যায় টিভিতে শুনলাম সেই ঘটনার বিবরণ, ছবিতে দেখলাম তার নির্মম দৃশ্য।

চারজনের একটি পরিবার যাচ্ছিল স্কুটারে চেপে। বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা একটা ট্রাকের ধাক্কায় পিষে গেল স্কুটার–চালকের স্ত্রী এবং ছোঁটু মেয়ে। আঘাত পেলেন সেই চালক এবং তার বাচচা ছেলে। বউ আর মেয়ের নিথর দেহের সামনে রাস্তার ওপর বসে রইলেন তিনি ছেলেটাকে নিয়ে। পাশ দিয়ে একের পর এক গাড়ি চলে গেল। কেউ থামল না। কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল না। এক ঘন্টা পরে একজন মোটরবাইক আরোহী বাইক থামিয়ে তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। খবর পেয়ে টোল–গেটের পুলিশ এসে তাদের হাসপাতালে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু মহিলা এবং ছ–মাসের মেয়েটা বাঁচল না।

এই দুর্ঘটনার সমস্ত বিবরণ ওই টানেলের সিসিটিভিতে ধরা পড়েছিল। সিসিটিভির কন্ট্রোল রুম থেকে ঘটনাটা দেখেও কেউ এগিয়ে আসেনি, পুলিশকে খবরও দেয়নি। হাসপাতালে ওদের নিয়ে যেতে এক ঘন্টা সময় নস্ট হয়েছিল। যদি সময় মতো ওদের উদ্ধার করা হত, অন্তত ওই মহিলার জীবন রক্ষা পেত। কিন্তু একটা জীবনের মূল্য আজকের নগর সভ্যতায় কতটুকু?

বিশ্ব নাট্য দিবসে রাতভোর নাট্যকোজাগরী



स्त्रीया प्रत्न, भारिश्यूत, २२ मार्চ। ছবি উজान চট্টোপাখ্যায়ের তোলা •

কে জাগে? নীলকমলের আগে লালকমল জাগে। আর জাগে দপদপ করে ঘিয়ের দীপ জাগে। ওরা জেগে থাকতে চাইছে। জাগাতে চাইছে আর সকলকে। ওরা মানে শান্তিপুর সাংস্কৃতিক-এর নটধারা। ২৭ মার্চ বিশ্ব নাট্য দিবস উপলক্ষ্যে वानीविताम निर्मलन्त्र लाहिड़ी तक्रमस्थ (भाष्ठिश्रुत शाविनक লাইব্রেরি হল) একযুগ ধরে রাত জাগছে ওরা। এ বড়ো সুখের সময় নয়। তাই জেগে থাকাও একটা ধর্ম — ওরা জানে ওরা মানে। আর এই নাট্য কোজাগরীর এক রাতের জাগা কেমন হবে, এটা ভাবতে ভাবতে ওদের যোগাযোগ চলতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মঞ্চে অভিনয় করতে করতে ওদের প্রস্তুতি চলতে থাকে। শুধুমাত্র নামী অনামী নাট্যদলের কর্মীই নয়, ওদের এই যোগাযোগগুলোতে থাকে কবি চিত্রকর সঙ্গীতশিল্পী আবৃত্তিকার লোকনৃত্যের দল বাদ্যযন্ত্রী থেকে শুরু করে শিক্সের আঙিনায় প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রের মানুষ। এটাই নাট্যকোজাগরীর ঐতিহ্য। আর এর ঐতিহ্যে ছড়িয়ে থাকে কলকাতার প্রতিষ্ঠিত শিল্পী থেকে শুরু করে শান্তিপুরের ঘোমটা দেওয়া গৃহবধু৷ মার্চ মাস পড়তেই অপেক্ষা করে বহু মানুষ সাংস্কৃতিকের পরম আদরে হাতে লেখা সেই নিমন্ত্রণপত্রটির জন্য।

অবশেষে ২৭ মার্চ বিশ্ব নাট্য দিবসের স্মরণে নাচ গান ও আবৃত্তি সহযোগে বিভিন্ন নাট্যদলের মিলিত প্রভাতফেরি। দ্বিতীয় পর্বের মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় ঠিক রাত আটটায়। পাবলিক লাইব্রেরি চত্বর এবার সেজে উঠেছে অভিনেত্রী বিনোদিনীর বিভিন্ন ছবি ও তথ্যের ভাণ্ডারে — সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাদেমি। প্রেক্ষাগৃহের বাইরের বারান্দার দখল নিয়েছে নাট্যপত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিন, সিডি ও সাংস্কৃতিকের বিগত দিনের নানা আলোকচিত্র। শয়নে স্বপনে যা সাংস্কৃতিক, দলের প্রাণভোমরা কৌশিক চট্টোপাধ্যায় একে একে মঞ্চে ডেকে নিলেন নাট্যসমালোচকদের — নুপেন্দ্র সাহা, সংলাপ-কলকাতা নাট্যদলের পরিচালক শ্রী মুখোপাধ্যায়, শান্তিপুরের বিধায়ক শ্রী অজয় দে, পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক শ্রী সোমনাথ কর এবং আরও অনেককে। বিশ্ব নাট্যদিবস ২০১৩ উপলক্ষ্যে নাট্যকার দারিও ফো-র বাণীটি পাঠ করেন নৃপেন্দ্র সাহা মহাশয়। সাংস্কৃতিকের পক্ষ থেকে এবার সন্মাননা প্রদান করা হল প্রখ্যাত আলোকচিত্রী মাননীয় দীপক মুখোপাধ্যায়, স্বনামধন্যা অভিনেত্রী শ্রীমতি মন্দিরা সোম এবং নাট্য সংগঠক শ্রী সচিদানন্দ মহাশয়কে। পলাশ আবীরের রঙে, ফুলের গাছের চারায়, মিষ্টাব্রে, উত্তরীয় শাড়িতে এবারের নাট্যকোজাগরীর মূল ভাবনা বিনোদিনীর সার্ধ শতবর্ষ স্মরণে স্মারকে মানপত্রে সংবর্ষিত হলেন বিশিষ্টরা। ভাবনায় থাকে বোধহয় মনে রাখার আবেদন আর থিয়েটারের সামগ্রিকতা। অনুষ্ঠানমঞ্চে সাংস্কৃতিক কর্তৃক প্রকাশিত দীপক মুখোপাধ্যায়ের 'আলো' প্রকাশনাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘটে লেখকের স্বহস্তে। এরপরের অনুষ্ঠানগুলি ঘড়ির কাঁটার সাথে দৌড়তে থাকে।...

'আমাদের জীবনযাপনে, রাজনীতিতে সর্বত্র একটা হঠকারি উত্তেজনা চলে এসেছে ...'

চূৰ্ণী ভৌমিক, কলকাতা, ১৫ এপ্ৰিল • বীণাপিসি আমাদের বাড়িতে কাজ করেন। যখন তিনি অনেকদিনের জন্য আসেন না, তখন তাঁর হয়ে কাজ করে দিয়ে যান তাঁর দিদি কিংবা জা কিংবা অন্য কোনো আত্মীয়-বন্ধু। সেই সূত্রেই ঝর্ণামাসিও এসেছিলেন বীণাপিসির হয়ে কাজ করতে। ৫-৭ দিন ঝর্ণামাসি বীণাপিসির জায়গায় কাজ করেছিলেন। তারপর ঝর্ণামাসির कथा প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম। হঠাৎ সেদিন খবর পেলাম ঝর্ণামাসির মেয়ে হাসপাতালে ভর্তি। আন্ধ্রিডেন্ট হয়েছে। ঠিক কী যে হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু অবস্থা খারাপ। বর মেরেছে কিনা তাও জানা যাচ্ছে না। কিন্তু বীণাপিসির সেরকমটাই আশঙ্কা। বিশের কোঠায় বয়স মেয়েটির, একটা বাচ্চাও রয়েছে। এর দু– তিন দিন বাদেই তার মৃত্যুসংবাদ পাই আমরা। গায়ে আগুন লাগিয়েছিল। লোকজন জিজ্ঞেস করায় বারবার বলেছে বরের কোনো দোষ নেই, স্বেচ্ছায় গায়ে আগুন লাগিয়েছিল সে। কেন তার এরকম ইচ্ছে হল?

আমার দাদা রূপকলাকেন্দ্রের প্রাক্তন ছাত্র।
আমাদের বাড়িতে এসে থাকে মাঝেসাঝে।
একদিন রাতের বেলায় এসে বলে যে ওই
প্রতিষ্ঠানের এক ছাত্রী তুঁতে খেয়ে নিয়েছে।
হাসপাতালে ভর্তি। সম্ভবত বাড়ির সাথে সুদীর্ঘ
ঝামেলার ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেয় সে।
এই মেয়েটিও মারা যায় দু-একদিনের মধ্যেই।
আনন্দবাজার পত্রিকার পাতায় খবর বের

হয়। রাপকলাকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষর বিরুদ্ধে মামলা দারের করছে তার বাড়ির লোকজন। বিপর্যস্ত আত্মীয়সস্বজন বন্ধুবান্ধব পাড়া-প্রতিবেশীদের কথা খানিক পড়ি খবরের কাগজের পাতায়, খানিক দেখি দাদার মুখে আর খানিক মনে মনে আপনা থেকেই ভেনে ওঠে।

একই দিনে এই দুটো খবরই পাই। আর সেই দিনই সঙ্কোবেলা আমার এক সহপাঠীর ফোন আসে। আমার সেই সহপাঠীটি এসএফআই করে। সুদীগুর মারা যাওয়ার ঘটনাটা বিশদে বলতে শুরু করে ও। নিজের চোখে দেখেছে — গোলমাল ধাকাধাক্তির মধ্যেও কীভাবে ল্যাম্পপোস্টে ধাকা খেয়ে মাথায় চোট পায় সুদীগু আর এরপরও কীভাবে পুলিশ ওর ওপরেও লাঠি চালায়। বিবরণীর শেষে আমায় মিছিলে যোগ দিতে ডাকে। আমার মাথা ততক্ষণে শুলিয়ে গেছে, তা সঞ্জেও মনে হয় ও কি আমায় এভাবে দলে টানবার চেষ্টা করছে? সংশয় হয় নানাবিধ, কিন্তু সমাধান হয় না কোনো।

কোথাও কোনো একটা বড়োসড়ো গোলমাল হচ্ছে, হয়েই চলেছে, যার আঁচ আমরা প্রত্যেকে নানা ভাবে নানা দিক দিয়ে পাচ্ছি। আমাদের জীবনযাপনে, রাজনীতিতে সর্বত্র একটা বড়ো গড়মিল, না মেলা হিসেব, না–নেওয়া সিদ্ধান্ত, হঠকারি উত্তেজনা রয়েছে। তার মোকাবিলা করা প্রয়োজন খুব শিগগিরি। আর কতজন বন্ধুকে আমরা এইভাবে চলে যেতে দেব?

২৯ মে কানখুলি রোডে পত্রিকাসভা

২৯ মে ২০১৩ বুধবার ডব্লু ৭৭ কানখুলি রোডে দুপুর তিনটে থেকে 'একবিন্দু' ও 'নতুন শতাব্দীর আলো' পত্রিকার ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কয়েকজন পত্রিকা—সম্পাদক ও লেখককে সম্বর্ধনা জানানো হবে এবং তার সঙ্গে থাকবে সাহিত্যসভা, কুইজ ও আলোচনা 'ইসলামের দৃষ্টিতে সাহিত্যের ভাষা'। এদিন একটি ফোল্ডার প্রকাশ করা হবে। সকলকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। যোগাযোগ ৮০১৩৩৪৯৭৪৭।

বসুন্ধরা পক্ষে সাইকেল যাত্রা

২১ এপ্রিল 'বসুদ্ধরা সপ্তাহে'র শেষের আগেরদিন মহেশতলা থানার বাটা মোড় থেকে বজবজ চড়িয়াল চিলড্রেন্স পার্ক অবধি সাইকেল যাত্রা হবে। সাইকেল যাত্রা শুরু হবে সকাল সাতটা তিরিশ মিনিটে। এরপর ওই পার্কের জয়চণ্ডীপুর কমিউনিটি সেন্টারে একটি সভা হবে। যোগাযোগ: অমর নস্কর, সভাপতি, বজবজ প্রেস ক্লাব (৯৩৩৯৭৬৯২৩০)

প্র থ ম পা তা র প র কুডানকুলাম

কুডানকুলামের চুল্লি দুটিও সরবরাহ করেছে রোসাটোম। গত কয়েকমাস ধরে ব্যাপক চেষ্টা করা সত্ত্বেও কুডানকুলাম চুল্লি চালু করতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। শোনা যাচ্ছে, 'হট রান' দেওয়া যাচ্ছে না সেখানে।

গোপালক্ষন বলেন, আমরা চাই, রাশিয়ান পরমাণু শক্তি
নিয়ন্ত্রক সংস্থা নিজে এখানে এসে তদন্ত করে চুল্লির প্রতিটি
অংশ সম্পর্কে নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়ে যাক। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি
এপিজে কালামের কুডানকুলাম সম্পর্কে আশ্বাসেরও সমালোচনা
করে তিনি বলেন, 'কালামকে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিবৃতি দেওয়ার
জন্য কে দায়িত্ব দিয়েছে? তিনি একজন ক্ষেপণাল্প ইঞ্জিনিয়ার।
তিনি পরমাণু শক্তি সম্পর্কে কিস্যু জানেন না।'

জন্য স্থানীয় সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করলাম।

প্রথম পাতার পর কাঁটাতারের সীমান্ত থেকে

টিনের বাড়ি আর প্রকৃতি বড়োই মায়াময়। বামনহাট থেকে গিয়ে পৌছলাম দিনহাটা—২ ব্লকের চৌধুরিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে রামকৃষ্ণ আশ্রম অতিথি নিবাস। একদম জিরো পয়েন্টে আশ্রমটি। ৪৭ জন ছাত্র থাকে। পড়ে পাশে লাগোয়া হাইস্কুলে। আসামের গোঁসাইগাঁও, ধুবড়ি, শিলিগুড়ি, খড়িবাড়ি, সাউডাঙ্গার যেমন আছে, কোচবিহার, মাদারিহাট ও লোকাল ছেলেও আছে।

লালাগঞ্জ নামে শীর্ণ নদী বয়ে যাচ্ছে বিস্তৃত চায়না ধান খেতের পাশ দিয়ে। অর্থাৎ বোরো ধান। আশেপাশের গ্রামগুলির পঞ্চায়েত বামফ্রন্টের দখলে। তবে এবার কী হবে বলা যায় না। হিন্দু বেশি সাদিয়ালের কুঠিতে। খিতাবের কুঠি, যেখানে নিহত ফেলানির ফেহ কাঁটাতারে ঝুলছিল তার জনসংখ্যা সব মুসলমান। জায়গীর বেলাবাড়িতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই আছে। বিমল মোদক, বয়েস চল্লিশ হল, দীর্ঘদেহী, সদাহাস্যময়, পরিশ্রমী, আশ্রম রাঁধুনি। মেয়ে রামু টেনে পড়ে। ছেলে মাধ্যমিক দিয়েছে। স্ত্রী প্রভাতী আশ্রমের রান্নার কাজে সাহায্য করে। চাষের জমি আড়াই বিঘে। পুকুর ১ বিঘে। পুকুরে মাছ চাষ করা হয় বৃষ্টি হলে। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র। তার গ্রাম সাদিয়ালের কুঠি বিরাট এলাকা। ২০০০ ঘর। তার মধ্যে ৮০০/৯০০ মুসলমান। ময়মনসিং থেকে আগত মোদকরা বেশি। বর্মনরা কম, তারা রাজবংশী। সাদিয়ালের কুঠিতে মসজিদ নেই। একটা মাদ্রাসা আছে। সেখানেই লোকেরা নামাজ পড়ে। মসজিদ আছে খিতাবের কুঠিতে, জিরো পয়েন্টে। চাষবাস দুটো হয়। আমন ও আউস। বোরো সিজনে পাটও হয়। তবে পাটে বেশি আয় নেই। লেবার পাওয়া যায় না। দিলি, হরিয়ানা, বাঙ্গালোর কেরালায় স্থানীয় মানুষরা লেবারের কাজে ৩০০/৪০০ টাকা মজুরিতে চলে যাচ্ছে। অরুণাচলে ২৫০। এখানে মজুরি ১৫০। বছরে কমদিনই কাজ পাওয়া যায়।

আযাঢ় থেকে ভাদ্র আমন ধান রোয়া, পাট কেটে পচাতে হয়। বিলে তখন ফাঁকে ফাঁকে বোরো ধান কটা। বাকি ৭ মাস টুকিটাকি কাজ, বাড়ি মেরামত, জঙ্গল সাফাই। ২০০৮ সালে শেষ পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর ১০০ দিনের কাজ পেয়েছে মাত্র ৬দিন। পঞ্চায়েতের কাজ প্রায় নেই বললেই চলে। বিমলের ভাষায় যা আছে, 'তা–ও খেয়ে ফেলায়'। ১৭টা মৌজায় ১৭ জন সদস্য। তার মধ্যে হয়ত ৭/৮ জনের টাকা এসেছে। ৫০ হাজার টাকা করে ভাগ করে নিল, ফলে কিছুই হল না। কোনো সামাজিক সম্পদ তৈরি হল না। এখানে ভেতরে জমির দাম বিঘে প্রতি ২ লাখ টাকা। আমন ধান রোয়া, সার, গাড়া, কটা, বীজ্বতলা, কীটনাশক সব মিলিয়ে বিঘাপ্রতি খরচ চার হাজার দুশো আর ফসল থেকে আয় সাত হাজার। অর্থাৎ দু— হাজার আটশো টাকা নিট আয়। বোরো খরচ হিসেব করে দেখা গেল সাত হাজার (২০ মণ বিঘে প্রতি), আর আয় আট হাজার পাঁচশ। অর্থাৎ বিঘা প্রতি নিট আয় মাত্র দেড় হাজার টাকা। এবার চাষের হিসাবটা দেখা যাক। সার, লেবার, কাটা, ধোয়া মিলিয়ে ছয় হাজার খরচ হলে আয় হচ্ছে আট থেকে দশ হাজার টাকা। তামাকে হাল সার, জৈব সার, লেবার, কাটা, বীজ সব মিলিয়ে খরচ পাঁচ হাজার চারশো আর লাভ মাত্র এক হাজার টাকা। আলুতেও লাভ বেশি নয়। শুধু দেখা যাচ্ছে, ভুটাতে এর দ্বিগুণ বা তিনগুণ লাভ হতে পারে। অর্থাৎ চাষবাসের খরচ দামের তুলনায় এত বেশি যে চাষিকে হাতে অন্যান্য খরচের টাকা থাকছে না। উপায় শুধু প্রবাসী সম্ভানের দিনমজুরি থেকে সঞ্চয়ের টাকা গ্রামে পাওয়া। তাদের টাকা গুরগাঁও ব্যাঙ্গালোর থেকে এলে টিনের গেট বা ছাউনি হয়।

থিতাবের কুঠি গ্রামটি কাঁটাতারের জিরো পয়েন্টে, অর্থাৎ বিএসএফের টহল গ্রামের পার্শেই। প্রাইমারি স্কুল কাঁটাতারের পার্শে। বিএসএফ ক্যাম্প হাইস্কুলের পাশে। প্রাইমারি স্কুলের সামনে ঈদগা। কাঁটাতারের মাঝে গেটের সংখ্যা তিন। কাঁটাতার দেওয়া হয়েছে সীমান্তের ১৫০ গজ সামনে অর্থাৎ তিন হাজার কিমিকে ১৫০ গজ দিয়ে গুণ করলে যত জমি হয়, সেখানে চাষ আবাদ কিছুই নেই প্রায়। ১৫ বছর আগে কাঁটাতার দেওয়ার সময় ওপারে যত লোক ছিল তার আশি শতাংশ এদিকে চলে এসেছে। ওপারে বন্দির মতো পড়ে আছে কুড়ি শতাংশ। প্রথমত, যাদের বেশি জমি তাদের বেশির ভাগ চলে এসেছে কাঁটাতারের এদিকে আর দ্বিতীয়ত, যারা অত্যন্ত গরিব তারা রয়ে গেছে বন্দিজীবনে। তিনটে গেট সকালে এক ঘন্টা, সাড়ে বারোটায় এক ঘন্টা আর বিকেলে এক ঘন্টার জন্য খোলে। অঞ্চল প্রধান জোবেদা বিবির বাড়িতে বসে দেখা হল ওপারে থাকা নজরুল ইসলাম নামে এক যুবকের সঙ্গে। সে অভিযোগ নিয়ে এসেছে তার শ্বশুর শাশুড়িটিকে অনেকক্ষণ কাঁটাতার পেরোতে দেওয়া হচ্ছে না। ক্যাম্পে গেলেও কম্যান্ডারের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে না। তার অতিথিদের সঙ্গে ভোটার কার্ড থাকা সত্ত্বেও ১৮১ ব্যাটেলিয়ন তাদের পাঁচ ঘন্টা বসিয়ে রেখেছে। হয়রানি করছে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে মতো। শেষমেশ জোবেদা বিবির হস্তক্ষেপের ফলে আমার সামনেই পাস পাওয়া গেল। জোবেদা বিবির ছয় ছেলে ছয় মেয়ে। ছেলে এরশাদউল্লার সাথে কথা হল। আগে দিল্লি হরিয়ানাতে অনেক লোক কাজ করতে যেত। এখন ব্যাঙ্গালোর কেরালাতে যাচ্ছে। ওখানে কাজের অভাব নেই। এখানে খিতাবের কুঠিতে কর্মসংস্থান নেই। জমিতে সেচ নেই। ফসল ভালো হয় না। দাম পাওয়া যায় না। মজুরি সামান্য। কোনো শিল্প নেই। এরশাদ জয়পুরে কাজ করত। ১৮০ টাকা মজরি। ওর সাথে কথা বলার সময় একটি উজ্জ্বল ছেলে সিরাজুলের সঙ্গে দেখা হল। ২০–২১ বছর বয়স। নিরাপত্তার কারণে নাম বদলে লিখলাম। সে তার মোবাইলে কাঁটাতারে ফেলানির ঝুলস্ত মতদেহ দেখালো। সংসারে দারুণ অভাব। সাত বছর বয়স থেকে সে দু–নম্বর ব্যবসা করে, যা কিনা আয়ের একমাত্র উপায় সেখানে। তার পরিবার ল্যান্ড লুজার। ফলে চাকরিতে অগ্রাধিকার পাবে। দেওয়ানহটি কলেডে দ্বিতীয় বর্ষে পড়ে। দিনহাটায় সে পড়ে না, কারণ রাজনীতির মারামারি সেখানে প্রায়ই লেগে আছে। স্থানীয় ভাষায়, ডাঙ্গাডাঙ্গি নিত্যনেমিন্তিক ঘটনা। তাই সে ভালো পড়াশুনোর জন্য দেওয়ানহাটে পরীক্ষা দিয়েছে। রবিবার প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা দিল। জনা পঁচিশ সহকর্মী নিয়ে তার একমাত্র উপার্জনের রাস্তা জিরে, গোলমরিচ, মশলাপাতি, প্লাস্টিক ব্যাগ বাংলাদেশে পাচার করা, যেখানে চাহিদা ও দাম উভয়ই ভারত থেকে বেশি। এটা অর্থনৈতিক নিয়মে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। গরু পাচার এখন কাঁটাতারের ফলে কমে গেছে। ওখান থেকে আসে কাজ করার মানুষ। কাজ সেরে তারা ফিরে যায়। জিনিসপত্র এদিকে আসে না। নির্ভয়ে ও অকপটে সে এসব কথা বলে গেল। এরপর আমার রাঁধুনী বন্ধু বিমলের সঙ্গে সাইকেল করে জায়গীর বেলাবাডির জিরো পয়েন্ট আসাম থেকে আগত বিএসএফ কর্মীর সাথে কথা বললাম। ওরা বাংলা বোঝে। কিছু কিছু বলারও চেষ্টা করে।

খিতাবের কুঠির যে অংশে কঁটাতার, সেখান থেকে লাগোয়া প্রাইমারি স্কুলে পড়তে আসে ক্লাস ফোরের আশিদা, রুকসানা, রুজিনা, ফরিদা, মনতাজ। ফরিদা ছাড়া আর সবাই আসে এক নং গেট দিয়ে। অসুবিষে ফিরে যাবার সময়। মাস্টারমশহিরা অত্যন্ত সহাদয়। শনিবার গেটের সামনে অন্তত দু—ঘণ্টা বসে থাকতে হয় কখন খুলবে। তিনটেয় স্কুল ছুটি হলে ২-১ ঘণ্টা বসে থাকতে হয়। ইলেক্ট্রিক নেই। টিউবওয়েল নিজম্ব বাড়িতে না থাকলে পানি নেই। চিকিৎসা নেই। চামের মজুর নেই। তবুও বেশ কিছু ছেলেমেয়ে প্রাইমারি এবং হাইস্কুলে পড়ে। এদের দেখাশুনোর জন্য, সাহাযেয়ে

আশ্রমের ছেলেদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম মুষ্টিভিক্ষার জন্য। বিশাল এক বটগাছের নিচে, কাশীপুরে কয়েকটা ছেলে বসে গল্প করছিল। তাদের বন্ধুদের মধ্যে কাঁটাতারের পুব থেকে আসে ছবি, কামাল, রাহুল, রানু। ওদের ওখানে দোকানপাট নেই। লম্ফর আলোয় পড়ে। গল্প করলাম রেজাউল, লিটন, হারুণ রশিদের সঙ্গে। হাইস্কুলে সিক্স সেভেন এইটে পড়ে। ওদিকে তারা যেতে চায় না কারণ কাঁটাতারের গ্রাম থেকে এখানে তারা খোলা আকাশের নিচে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে। স্থানীয় উৎসব দুর্গামেলা, দোলের মেলা, খিতাবের কুঠিতে তারাও অংশ নেয়। বামনহাটে বিশ হাত কালীমেলা। সেখানে নাগরদোলা, মিষ্টির দোকান, সার্কাস। রাস্তায় রেশন নিয়ে আসছিল বছর পঞ্চাশের অগন্তি মোদক। জমি মাত্র এক বিঘা। কাঁটাতারের ভেতরে সব মুসলমান। যখন এদিকে গরু, ছাগল, উট, খাসি কাটা হয় বড়ো ঈদে, তখন কাঁটাতারের ভেতরে থাকা মানুষের কাছে ঈদ নিরানন্দময়। দেখা হল উজ্জ্বল, চিন্তাদীপ্ত ১১/১২ বছরের ওমর ফারুকের সঙ্গে। সুপারি কারখানায় কাজ করত। দশ দিন হল কারখানা বন্ধ। ফারুক সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। সাদিয়ালের কুঠি মাদ্রাসায়। বিজ্ঞান প্রিয় বিষয়। আর সবার সঙ্গে ফেলানির মৃতদেহ সেও দেখতে গিয়েছিল। পড়াশুনা চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। কারখানায় কাজ করে নিজের বইখাতার খরচ সে নিজেই জোগায়। ১৯ বছরের ইনজামামা নাইনে উঠে ভালো লাগছিল না বলে পড়া ছেড়ে দিল। হরিয়ানায় প্লাইউড কারখানায় প্রথম কাজ। তারপর বাঙ্গালোর। রোজ আয় ৩৩০ টাকা। এপ্রিল শেষে বামনহাটের कानीत त्मना পर्यञ्ज घूदा বেড়িয়ে সেখানে আবার কাজে যোগ দেবে। ১৮ বছরের সফিকুল ফেলানির মৃত্যু দেখেছে সেদিন টিউশন থেকে ফিরে। খিতাবের কৃঠির কাঁটাতারে একজন মেয়ে বিএসএফ–এর গুলি খেয়ে ঝুলে আছে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখতে গিয়েছিল। তার বক্তব্য আড়কাঠিরা টাকা নিয়ে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। দিনহাটা থেকে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে নাকি জানা গেছে, ফেলানিকে হত্যার আগে ধর্ষণও করা হয়েছিল।

সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। এই অঞ্চলে তেমন কোনো উত্তেজনা দেখলাম না। তবে বিমল আমাকে বলল, লোকেরা পরিবর্তন চাইছে। বিশাল কাঁটাতারের এই সীমান্তে এসে মনে হল দিনহাটায় এসে যখন থাকতাম, তখন বুঝতে পারতাম না, জীবন কত নিষ্ঠুর, কত নিরাপত্তাহীন। অথচ জীবনপ্রবাহ এখানে কত গতিময়, প্রাণোচ্ছল এবং হয়তো ক্রমাগত অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে। মানুষের জীবনধারনের তাগিদেই সীমান্ত পারাপার হতে হয়। ধরা পড়লে কারাবাস বা মৃত্যু। প্রতিটি কাজে তাদের হেনস্থা হতে হয়। কোনো অসুস্থ লোককে চিকিৎসার জন্য এপারে আনতে হলে বেড়ার ফাঁক গলিয়ে আনতে হয়। আন্দোলন সংগঠিত হয়ে কলকাতা বা দিল্লি পর্যস্ত ছড়ালে জুলুম ও অত্যাচার কিছুটা কমতে পারে। পঞ্চায়েতের কাজকর্ম পরিদর্শন করার জন্য স্থানীয় সংগঠনগুলিকে সক্রিয় হবার কথাও উঠে এল এই স্বল্প থাকার দিনগুলিতে। চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ তোলার আন্দোলন খুব জরুরি। কৃষিপণ্যের বেচাকেনার জন্য খোলামেলা পরিবেশ প্রয়োজন। ফিরে আসার সময় হঠাৎ মনে হল কিছুদিনের জন্য ওপারে কাঁটাতারের বন্দিজীবন কাটালে কেমন হয়?

অথবা, তা যদি না পারি, তাহলে চ্যাংড়াবাদ্ধা দিয়ে বৈধ সীমান্ত পার হয়ে, পাসপোর্ট হাতে নিয়ে, কুড়িগ্রাম গিয়ে ফেলানির বাবার কাছে সংহতির আশ্বাস দিয়ে আসি। শুধু হাত দুটো জড়িয়ে ধরে কন্যাহারা পিতার কাছে নির্বাক সান্ত্বনা দিয়ে বলি, সমস্ত ফেলানির পাশে আছি আমরা।

ষোলোবিঘার পোড়া বস্তিতে পানীয় জল এল অবশেষে পোলিও খাওয়ানোর প্রকল্প কার্যকর হল

১৪ এপ্রিল, খায়রুন নেসা, ষোলোবিঘা, মহেশতলা। ৩১ এ মার্চ তোলা জিতেন নন্দীর ছবিতে পোড়া বস্তির পুনর্গঠন।

বুধবারে যে প্রচণ্ড ঝড় হয়েছিল, তাতে একটা বাচ্চা, দোলনায় ছিল, আছাড় খেয়ে যেখানে প্রজেক্টের কাজ হচ্ছিল, সেখানে গিয়ে পড়ে। যে ঘরগুলো আগুন লেগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তাদেরই একটা পরিবারের দু–মাসের শিশু। পড়ে গিয়ে বাচ্চাটার বুকে চোট লাগে। খুবই গুরুতর অবস্থা ওর। লোকাল ডাক্তারকে প্রথমে দেখানো হয়। পরদিন সকালে ওকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়। আজ পর্যন্ত আর কোনো খবর পাইনি। ঝড়ে অনেকের ক্ষতি হয়েছে। বাচ্চাটা যে পরিবারের তাদেরও কিছু ক্ষয়ক্ষতি

পুড়ে যাওয়া ঘরের বাসিন্দাদের জন্য নতুন ঘরের স্ট্রাকচার পুরো তৈরি হয়নি। নতুন যে ঘরগুলো তৈরি হয়েছে, মাথায় টিন লাগানো হয়েছিল। সেগুলো উড়ে প্রজেক্টের কাছে গিয়ে পড়ে। সেগুলো ফের এনে লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়।

শুক্রবারে যোলোবিঘায় গিয়ে জানতে পারি, সাংসদ দীপা দাসমুন্সীর মারফত যে দুটো ডিপ টিউবওয়েলের অনুমোদন হয়েছিল, তার মেটিরিয়াল এসে গেছে। ওই একই দিনে মহেশতলা পুরসভা থেকে আরও একটা ডিপ টিউবওয়েলের মেটিরিয়াল এসেছে। ইতিমধ্যে রাইট ট্রাক থেকে উদ্যোগ নিয়ে যে ডিপ টিবওয়েল করা হয়েছে, সেটাও আমাদের সেন্টারের পাশে চালু হয়েছে। খুব মিষ্টি



জল ওটার। পুরসভা থেকে দুটো টাইমকলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার লাইন এসে গেছে। এগুলো ঠিকঠাক হলে যোলোবিঘার জলের সমস্যা মিটবে আশা করা যায়।

এবারে পোলিও রাউন্ডটা ভালো হয়েছে। বস্তির লোকে পোলিও খাওয়াতে দিয়েছে। এর আগে ওরা বলেছিল, পানীয় জল না দিলে আমরা আমাদের বাচ্চাদের পোলিও খাওয়াতে দেব না। বস্তির রাইট ট্র্যাক সেন্টারে প্রচুর বাচ্চা পোলিও খেয়েছে। হোম ভিজিটেও কিছু বাচ্চাকে পোলিও খাওয়ানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার একটা হেল্থ ক্যাম্প হয়েছিল, ১২০–৩০ জনের চিকিৎসা করা হয়েছে ওষুধ দিয়ে। এদের মধ্যে ছিল প্রচুর বাচ্চা। আমরা যোলোবিঘায় একটা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। বস্তির লোকের রাগটা কমে গেছে। ওরা বেশ সহযোগিতা করছে।

মেমারিতে আলুচাষের খবরাখবর

তাপস কুমার ঘোষ, বেনিগ্রাম, মেমারি ২নং •

আমার এখন পাঁচ বিঘায় চাষ। সাড়ে তিন বিঘেতে আলু চাষ করেছি আর দশ কাঠায় সর্বে দিয়েছি। বোরো চাষ করি না, ঠিকে-ভাগে দিই এক বিঘে। বর্ষার চাষ আমনটা করি। আমার বাঁধা লেবার আছে, তাদের পয়সা দিয়ে সারা বছর রাখতে হয়। এরা গ্রামের লোক। মজুরি ১৩০ টাকা অথবা দু–কেজি চাল আর ৯০ টাকা। কাজ ম্যাক্সিমাম ছ-ঘণ্টা। অটিটা থেকে কাজে লাগে, সাড়ে বারোটা পর্যন্ত, তারপর খেতে যায়। রোয়ার সময় ছ–গন্ডা বীজ ভেঙে পুঁতে দেবে, একটা লেবারের মজুরি হয়ে গেল। সে কাজটা করতে ঘণ্টা তিনেক সময় লাগে।

অঘ্রাণ মাসের দশ তারিখ থেকে চারদিনে লাগিয়েছি। এবারে একটু লেট হয়ে গেল। বৃষ্টি হয়ে গেল। মার্টিটা হালকা করে দিয়ে চাপান-টাপান দিয়ে হাত-লাঙলে টানা দিয়ে দিচ্ছে। ফাল্পুন মাসের ২০–২২ তারিখের পর থেকে व्यानु তोना रख़िष्ट्। काँठा व्यानु व्यामाप्तत रय़ ना। আমাদের হয় জ্যোতি, চন্দ্রমুখী। কাঁচা আলু হয় এস-ওয়ান, পোখরাজ বীজে, অল্প সময়ের মধ্যে হয়। ওগুলো স্টোরে রাখা যায় না, পচে যাবে। ওটা আছে কিছু কিছু মুন্সিডাঙা, আসাদপুর, শ্রীধরপুর, শঙ্করপুরে। মেমারিতে জ্যোতিটাই বেশি, চন্দ্রমুখী লোকে একটু-আধটু খাওয়ার

বাইরে থেকে লেবার আগে আসত, এখন কম আসে। এখন একশো দিনের কাজ আছে। তখন ফাল্পুন মাসে কাজ থাকত না। পুরুলিয়া, নদিয়া, মালদা, মুর্শিদাবাদ থেকে ওরা নিজেরাই চলে এসে বাজারে বসে থাকত, সেখান থেকে লোকে সব নিয়ে যেত। যখন দাদা আর আমি একসঙ্গে চাষ করতাম, আমাদের বাড়িতে ওরা আসত। একবছর হয়তো এল, পরের বছর থেকে আসতেই থাকত। আসার জন্য বলতে হত না, ওরা ঠিক সময় মতো চলে আসত। এদের মধ্যে আদিবাসী আছে, পূর্ববঙ্গীয় আছে, মুসলিমও আছে। মহিলাও থাকত। বাঁশ-খড় দিতে হয়।

ওরা ঘর বানিয়ে নেয়। এখন আর খুব একটা আসে না। রেট একই। জ্বালনটা দিতে হত। গ্রামের দোকান থেকে মশলাপাতি-তেল-নূন কিনে ওরা রান্নাবান্না করে নিত। আলু তোলা শেষ হয়ে গেল। চলে যেত। আবার বোরো ধান কটার সময় আসত। ধান কেটে তুলে ঝেড়ে দিয়ে চলে যেত। এখন গ্রামের লেবারদের দিয়েই আলু তোলা হচ্ছে। আমার হয়ে গেল, তারপর আর একজনের কটিল, এইভাবে চলে। যখন মাঠের কাজটা চলে তখন একশো দিনের কাজ বন্ধ থাকে। পঞ্চায়েত থেকে প্ল্যানিং হচ্ছে, একশো দিনের কাজ তখনই করানো হবে, যখন চাষির

আলু ওঠার পর বাজার স্টার্ট হল ২৫০ টাকা/বস্তা থেকে। তখন খদ্দের নেই খদ্দের নেই রব। তখন তো বিক্রিবাটা হয়নি। এবারে বাজার কেটে কেটে ২০০ টাকায় এল। প্রতিদিন ১০ টাকা ২০ টাকা করে রেট নামিয়ে দিয়েছে। এবারে বিক্রি শুরু হল। এইভাবে ১৬৫ টাকা পর্যস্ত বাজার নামিয়ে দিয়েছে। সরকার কেনার কথা ঘোষণা করার পর ওই ১৬৫ থেকে আবার ১৯০–২০০ টাকায় রেটটা উঠল। তাতে আলুটা বিক্রি করে লস আটকানো গেল। তবে মেমারিতে সরকারের কাছে আলু কেউ বিক্রি করতে পেরেছে বলে জানা নেই।

যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো, ক্যাশ পয়সা আছে, তার আলুটা রাখার ক্ষমতা আছে। সে কোল্ড স্টোরে যায়। তাতে তার কোনো কোনো বছর লাভ হয়, আবার কোনো কোনো বছর লোকসানও হয়। আমি ২০০৪ সালে লাস্ট স্টোরে আলু রেখেছিলাম। তার আগে দাদা করত, আমিও চোন্দো বছর দাদার সঙ্গে ব্যবসা করেছি। *লাইন*-টাইন সবই জানা ছিল। কিন্তু ২০০৪ সালে আমার বিরাট **लाक्সान २ल। ९ টाका বস্তা আলু বিক্রি করতে २ल।** মালটা স্ট্যাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে আর স্টোরে আলু রাখি না।

লোকে না জানলেও আমি আমার আন্দোলন চালিয়ে যেতাম — শর্মিলা

জি নিউজে ৮ মার্চ প্রকাশিত ইরম শর্মিলার একটি সাক্ষাৎকারের বাংলা অনুবাদ করেছেন সৌম্য বসু, ৫

আজ তেরো বছর হল আপনার প্রতিবাদ। এখন পেছন ফিরে দেখলে কী মনে হয়?

এটি জনআন্দোলন। আমি জানি না কাল কী হবে, আমি বাস্তবে বিশ্বাসী। আমাদের এই আন্দোলন কিছটা সাফল্য পেয়েছে ২০০৪ সালে। ভারতীয় সেনা থাকত কাঙলা দুর্গে, যা আমাদের কাছে এক পবিত্র স্থান। সেনাবাহিনীর বন্দুক সেই পবিত্র স্থান অপবিত্র করে তুলেছিল। তাই যখন আসাম রাইফেলস ২০০৪–এর নভেম্বরে কাঙলা দুর্গ ছাড়ল সেই দিনটি আমাদের কাছে বড়ো সাফল্যের দিন ছিল।

কিছুটা হলেও এটা আপনার একারই লড়াই। যাবতীয় উৎসর্গ আপনারই। যখন শোনেন সারা পৃথিবীর লোক আপনার সমর্থনে এগিয়ে এসেছে, তখন কি আপনার ভালো লাগে না?

আমার আন্দোলনের কথা যদি লোকে নাও জানতে পারতো, তবুও আমি এই আন্দোলন চালিয়ে যেতাম। কিন্তু আমি খুশি যে মানুষ জাগছে। কেন্দ্রীয় সরকার আমাকে অনেক বাধা দেওয়ার চেস্টা করেছে, তাদের মতে আমি আত্মহত্যার চেস্টা করছি। কিন্তু তা কখনই নয়, আমি শুধু মাত্র অহিংসার দ্বারা আমার লক্ষ্যে পৌছোতে চাইছি।

আপনি ১২ বছর আগে আফস্পা–র বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছেন। সরকার কিন্তু এখনও তার অবস্থান বদল করেনি। আপনি কি হতাশ হন না তাতে? আমি সবসময় আমার বিবেকের কথা শুনে চলি। বিবেক আমার দেহ ও মনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। আমি কখনই কোনো পরিস্থিতি খুব কঠিন বা খুব সোজা এভাবে বিচার করি না। আমার বিবেক বলে দেয় কোনটা ঠিক কোনটা ভল। এটা জনআন্দোলন। তাদের এটা বোঝা দরকার। এটা সত্যিকারের আন্দোলনের শুরুয়াত। সরকার যতই এই আন্দোলনের প্রতি উদাসীন থাক তবুও আমি আশাহত হব না। মানুষ জেগে উঠে এই আন্দোলনে যোগ দিলেই আমার আন্দোলনের সাফল্য।



আবার চারিদিকে আন্দোলনের কথা শোনা যাচ্ছে অনেকেই হিংসাত্মক আন্দোলনের কথা বলছে। সেখানে আপনার লড়াই একক, এটাই কি আপনার বার্তার জোর ?

গান্ধীজি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তাঁর অহিংস আন্দোলনে সফল হয়েছিলেন, আমি তাঁরই পথ অনুসরণ করছি। সরকার আমার প্রতিজ্ঞাকে দুর্বল করার চেস্টা করছে। আমি কখনই কাউকে বলি না, সে কোন পথে চলবে। হিংসার পথ না অহিংসার পথ। আমি শুধু আমার বিবেকের কথা শুনে চলি। যখন মানুষ মেয়েদের বিরুদ্ধে হিংসার বিপক্ষে আন্দোলনে নামছে, তখন আপনি তাদের অনুপ্রেরণা হতে পারেন।

আমি তাদের বলতে চাই যে পৃথিবীর অর্ধেক নারী। তারা সবলতর লিঙ্গ। আমাদের উচিত নারী পুরুষ এক সাথে মিলে কাজ করা, কে বড়ো বা ছোটো তা কখনই বিচার করা উচিত নয়। আমাদের প্রকৃতি থেকে শেখা উচিত। পাখিরা যখন বাসা বানায়, তখন তারা কে বড়ো কে ছোটো বিচার করে না। মানুষ হল সবচেয়ে উন্নত প্রাণী, আমরা নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। তাই আমাদের প্রত্যেককে সমান চোখে দেখা

আপনার লক্ষ্য পূরণ যখন হবে, তখন তো আপনি অনশন ভঙ্গ করবেন। তখন আপনি কী কী করবেন? কী হতে চলেছে তা নিয়ে আমি ভাবি না। আমি ভগবানের কাছে নিজেকে সঁপে দিই। আমার ভবিষ্যত আমি জানি না। বর্তমানে বেঁচে থেকেই খুশি।

মহেশতলা থানার পুলিশকর্মীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির কাছে অভিযোগ

১৪ এপ্রিল, সংবাদমন্থন প্রতিবেদন •

একটি পারিবারিক বিরোধকে কেন্দ্র করে পুলিশ প্রশাসনের অবৈধ হস্তক্ষেপ চলছিল কয়েক বছর থরে। এই সূত্রে মমতা নস্কর ১ এপ্রিল গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির কাছে একটি অভিযোগপত্র পেশ করেন। তাতে তিনি লেখেন — '২৬ মার্চ রাত্রি দুটো নাগাদ রাস্তার সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে চিরঞ্জিত বিশ্বাস সহ আরও পাঁচ–ছজন পুলিশ সাদা পোশাকে (দুজনের উর্দি हिन ७ একজন মহिना পুनिশ हिन, সকলকে দেখলে চিনতে পারব) আমার বাড়িতে চড়াও হয় এবং দরজা ভেঙে আমাদের শোবার ঘরের আলমারি থেকে ১০ ভরি ওজনের সোনার গহনা ও নগদ ২০,০০০ টাকা ডাকাতি করে। আমার স্বামীকে উলঙ্গ করে গামছা দিয়ে আমাদের হাত–পা বাঁধে এবং আমার নাইটি ছিঁড়ে আমাকে বিবস্ত্র করার চেষ্টা করে। আমার শিশুকন্যার আর্তনাদে ওরা আমায় ছেডে দিয়ে আমার স্বামীকে টানতে টানতে নিয়ে পালায়। ততক্ষণে একতলার ঘর থেকে আমার শ্বশুর, শ্বাশুড়ি, ভাগ্না, দেওর ও জা এসে পড়ে। পুলিশ

তাদেরকে তেড়ে আসে এবং লাঠি চালাতে চালাতে বেরিয়ে যায়। আমার বৃদ্ধ ও অসুস্থ শ্বশুর এবং শ্বাশুড়িকে লাঠি দিয়ে মারে। থানায় নিয়ে যাওয়ার পর অন্ধকার একটা জায়গায় আমার স্বামীকে নিয়ে গিয়ে মারধোর করে (আমার স্বামী বলেছে)। পুলিশ সুপারকে সমস্ত ঘটনা লিখিতভাবে জানাই ওইদিনই।

১ এপ্রিল গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির মেটিয়াব্রুজ–মহেশতলা শাখার পক্ষ থেকে কলকাতার ভবানী ভবনে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের কাছে দরখান্ত করা হয়। কমিশন দক্ষিণ ২৪ পরগনার এসপি-কে তিন সপ্তাহের মধ্যে এই বিষয়ে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। এরপর এই সমিতির পক্ষ থেকে ৫ এপ্রিল মহেশতলা থানার ওসির কাছে একটি চিঠি দিয়ে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করা হয় এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। এখনও এই বিষয়ে কোনো অগ্রগতির খবর পাওয়া যায়নি।

মুম্বইয়ে বেআইনি বস্তি উচ্ছেদ, পুনর্বাসন ঠুনকো ফ্ল্যাটে কর্পোরেটের সুবিধা করে দেওয়া পুনর্বাসন নীতির বিরুদ্ধে ফের অনশন



সংবাদমন্তন প্রতিবেদন, ১৫ এপ্রিল, এনএপিএম–এর প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ছবিতে ৫ এপ্রিল মুম্বইয়ের থানেতে একটি বিল্ডিং ভেঙে পড়ার ঘটনায় আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যাওয়া এবং পরে উদ্ধার হওয়া একটি শিশু। ছবিসূত্র রয়টার •

□মহারাষ্ট্রে দানবাকৃতি বিল্ডার–কনট্রাক্টর কোম্পানি এবং সরকারের মধ্যে দালালি-আঁতাত এক অসহ্য জায়গায় পৌছেছে। এই দুর্নীতির চেহারাটা প্রকাশ পেয়েছে খুব করুণ ভাবে, যখন দেখা গেল মুম্বইয়ের থানেতে ২-৩ মাসের মধ্যে তৈরি হওয়া একটি আটতলা বিল্ডিং ভেঙে পড়ে মারা গেল ৭০ জন। আর এই সবের মূলে আছে সরকারি স্লাম রিহ্যাবিলিটেশন অথরিটি বা বস্তি পুনর্বাসন

কর্তৃপক্ষ (SRA). সারা দেশেই বস্তি উন্নয়নের নামে যেটা চলছে তা হল বস্তির জায়গায় উঁচু উঁচু বিশ্ডিং বানিয়ে তাতে বন্তিবাসীদের ঢুকিয়ে দিয়ে বাকি খালি হয়ে যাওয়া জমি বিশাল দামে বেচেবুচে দেবার কারবার। আর এটা সরকারি সংস্থা করছে না বলাই বাছল্য। এসআরএ এই কাজের জন্য বরাত দিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন প্রাইভেট বিল্ডারদের।

এই দুর্নীতিতে সবচেয়ে বড়ো মদত জুগিয়েছে বস্তি পুনর্বাসন আইনের কয়েকটি ধারা, যেখানে বলা আছে, অস্তত ১৯৯৫ সাল থেকে যারা বস্তিতে আছে, তাদের কেবল পুনর্বাসন দেওয়া হবে; একটি বস্তির ৭০ শতাংশ ঘর যদি পুনর্বাসনে রাজি হয়ে যায়, তাহলে বাকিদের সম্মতি না থাকলেও বস্তি পুনর্বাসনে হাত দেওয়া যাবে। এই দুটি ধারার ফাঁক দিয়ে বিল্ডাররা গুণ্ডা লাগিয়ে জোর করা থেকে শুরু করে নথি জাল করা — সবই করে চলেছে। এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও চলছে বিভিন্ন বিল্ডার–প্রোমোটার দানবদের। যেহেতু ফাঁকা জমির বাজারদর আকাশছোঁয়া, তাই বস্তিবাসীদের প্রলদ্ধ করা হচ্ছে কখনো কখনো বিশাল অঙ্কের টাকা ঘষ দিয়ে। অর্থাৎ এসআরএ কর্পোরেটদের একটি প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়েছে।

যদিও মুম্বইয়ের ৬০ শতাংশ অধিবাসীই বস্তিবাসী। টেক পার্ক থেকে হাইওয়ে — বিভিন্ন বড়ো প্রকল্পের কারণে নিয়ত উচ্ছেদ হয়ে এইসব বস্তিতে আশ্রয় নিচ্ছে মানুষ। তাই ১৯৯৫ সালের সীমার্টিই বেআইনি।

২০০৪ সাল থেকেই মুম্বইয়ে বস্তি উচ্ছেদ শুরু হয় জোরকদমে, তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিলাস রাও দেশমুখ। কেলেঙ্কারিও শুরু হয় তখন থেকেই। আদর্শ হাউসিং কেলেঙ্কারি, হিরানান্দানিদের জমি দখল এসবেরই প্রমাণ। খার গোলিবারেও এরকম ১৪০ একর জমিতে ৪৬টি সোসাইটির ২৬ হাজার পরিবারকে উচ্ছেদের (বা পুনর্বাসনের) প্রক্রিয়া শুরু হয়। এসআরএ–এর আইনের একটি স্পেশ্যাল ধারা (৩ কে) ব্যবহার করে এই পুরো প্রকল্পটিই একটি কর্পোরেটের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়, যার নাম শিবালিক ভেনচার। ফলে টেন্ডার ডাকার আর প্রয়োজন হয়নি, বাসিন্দাদের কে কতটা সুবিধা দিতে পারবে এই পুনর্বাসনের সময় — তার প্রতিযোগিতায় বাসিন্দাদের যে ক্ষতিপূরণে সুবিধা হয় তাও মেলেনি

গোলিবার সোসাইটির বাসিন্দাদের ডাকে ২০১১ সালের মে মাসে ৯দিনের অনশনে বসেছিল মেধা পাটেকর– এর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের 'ঘর বানাও আন্দোলন'। সেই অনশনের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়েছিল দুটি সরকারি কমিটি, একটি বস্তির নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়াটি দেখভাল করার জন্য, আরেকটি এসআরএ–এর দুর্নীতি দেখভাল করার জন্য। কিন্তু দুটির কোনোর্টিই বাস্তবায়িত হয়নি।

২০১৩ সালের শুরুতেই আজাদ ময়দানে একটি গণ অবস্থানের মধ্যে দিয়ে আরও একটি তদন্ত কমিটি

তৈরি হয়। বিভিন্ন বস্তির বাসিন্দারা এক হয়ে মিছিলও সংগঠিত করে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ৬টি এসআরএ প্রকল্প পুনর্বিবেচনার ব্যবস্থা হয়। ৭-৮ ফেব্রুয়ারি এসআরএ অফিসে ওই প্রকল্পগুলি নিয়ে শুনানি শুরু হয়। মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়, শুনানি চলাকালীন কোনো বস্তি ভাঙচুর হবে না। কিন্তু সেই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ২-৩ এপ্রিল গোলিবারের গণেশ ক্রুপা হাউসিং সোসাইটিতে ভাঙচুর শুরু করে শিবালিক বিল্ডার্স। এমনকী কেন্দ্রীয় আবাসন মন্ত্রী চিঠি লিখে এই ভাঙা বন্ধ করার কথা বললেও কেউ কর্ণপাত করেনি। ফলে ৪ তারিখ থেকে ফের অনশনে বসেন মেধা পাটকর এবং মাধুরী শিবকর।

৮ দিন অনশন চলার পর ১২ এপ্রিল বস্তিবাসীদের একটি মিছিল মুখ্যমন্ত্রীর বাংলার সামনে মিচিল করে গিয়ে তাঁর কাছে দাবিসনদ পেশ করে আসে। মুখ্যমন্ত্রী নিম্নলিখিত বিষয়ে সন্মতিজ্ঞাপন করেন : গণেশ ত্রুপা সোসাইটিতে বাসিন্দাদের সম্মতি ছাড়া সেখানে ভাঙচুর করা যাবে না। শর্ত নিয়ে শীঘ্র মিটিং হবে। পনর্বাসন করা হয়েছে সামরিক বাহিনীর জমিতে, ফলে সামরিক বাহিনী যদি আদালতে জিতে ওই জমির দখল নিয়ে নেয়, তাহলেও কেউ ঘরছাড়া হবে না। ৬টি এসআরএ প্রকঙ্গের সম্পূর্ণ তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত (১৫ মে–র মধ্যে তদন্ত সম্পূর্ণ করার কথা বলা হয়েছে) কোনো বস্তিতে ভাঙচুর হবে না ইত্যাদি। ১৩ এপ্রিল অনশন প্রত্যাহার করা হয়।

আজমীর শরিফ ভ্রমণ

সামসুদ্দিন পুরকায়েত, হাজিরতন, ১৪ এপ্রিল •

এটা আমার প্রথম আজমীর তথা রাজস্থান যাত্রা নয়। আগে বছবার আজমীর এসেছি, ঠিক কতবার বলতে পারব না। মনে হয় দশ-বারো বার হতে পারে। প্রথম সেই ১৯৮৩-তে, তারপর ত্রিশ বছরে কতবার হল সঠিক হিসেব নেই।

এই যাত্রার আগে গত ফেব্রুয়ারিতে কনফার্মড্ টিকিট বাতিল করতে হল পারিবারিক অসুবিধার কারণে। আমার জীবনসঙ্গিনী যেতে পারছিল না পারিবারিক ঝামেলায়, আর আমি যেতে ভীষণই আগ্রহী ছিলাম। তাই মনে মনে সঙ্গী খুঁজছিলাম। ছেলে হঠাৎ একদিন বলল 'বাবু কাকা (আমার মেজোকাকার ছোটো ছেলে) তোমার সঙ্গে যেতে পারে, আমায় জিজ্ঞেস করছিল, তুমি আজমীরে যাবে?' আমি তো এক কথায় রাজি। পরদিনই টিকিট রিজার্ভ করতে গেলাম। বাবু বলল 'মেজদা আরও একজন সাথে ` আমি জিজ্ঞেস করলাম। ফ্যামিলি যাবে। তোর বউ না তো?' -নিয়ে কোথাও যেতে একটু ঝামেলা হয়, আমি চাইছিলাম দু–তিনজন পুরুষ হলে ঝাড়া হাত-পা বিন্দাস ঘোরা যাবে। আমাকে বাবু আশ্বস্ত করে জানাল যে, আমাদের পাশের বাড়ির একটা ছেলে আমাদের সাথে যেতে ইচ্ছুক। আসলে সাধারণ ভাবে আজমীরে সবাই ফ্যামিলি নিয়েই যেতে চায়। ওটা ভারতে মুসলমানদের সবচেয়ে বড়ো তীর্থস্থান বলে গণ্য করা হয়, তাই পৃণ্য অর্জনে একসঙ্গে যাওয়া অনেকে শ্রেয় বলে মনে করে। সে যাই হোক, তিনজনের যাওয়ার টিকিট কনফার্মড হল। কিন্তু রিটার্ন টিকিট হল ওয়েটিং লিস্ট, একশোর ওপর। ভাবলাম ওটা ঠিক হয়ে যাবে। আগেরবারও এমনটাই হয়েছিল। নেটওয়ার্ক সব সময় ठिक ना थाकला वूकिः उद्याणिः निटम् চला यात्र। क जानराजा उदे उद्याणिः লিস্টটাই আমাদের ভোগাবে। দোল-হোলি-গুড ফ্রাইডে মিলিয়ে তিনদিনের ছুটি, সঙ্গে শনিবার আর রোববার মিলিয়ে হল পাঁচদিন। ওই ফাঁকেই ঘুরে আসতে হবে। দিন চারেক পর বাবুর মেজদা আর আমার দাদাও আমাদের সাথে যাবে বলে জানিয়ে দিল। আবার যেতে হল রিজার্ভেশন করাতে। আমি গেলাম দাদার টিকিট আনতে আর বাবু পাঠালো আর একজনকে। ভাগ্যক্রমে বাবুর মেজদার সিট আমাদের কামরায় আমাদের পরের বার্থেই হল, কিন্তু দাদার সিট পড়ল একটা কামরা বাদ দিয়ে পরের কামরায়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাদার আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। দিন দশেক আগে বড়ো বউদির শরীর খারাপ হল। সোনোগ্রাফে জানা গেল পাথর আছে। আর কী, দাদার যাত্রা বাতিল। শেষে চারজনই যার যার ব্যাগ গুছিয়ে চললাম আজমীরের উদ্দেশ্যে।



মঙ্গলবার রাত সাড়ে এগারোটার আজমীর এক্সপ্রেসের টিন্টিট ছিল। রাত ন-টা চল্লিদে সজোষপুর থেকে শিয়ালদা লোকালে চেপে বসলাম। সাড়ে দশটায় শেয়ালদা পৌছে শুনি আজমীর এক্সপ্রেস আজ রাত সাড়ে এগারোটার পরিবর্তে রাত দেড়টায় ছাড়বে। অথচ আসার আগে সন্ধ্যায় নেট সার্চ করে জেনেছি গাড়ি আজ সঠিক সময়েই ছাড়বে। হারামজাদারা আগে এটা ঘোষণা করলে রাতের খাবারটা বাড়িতে আরাম করে থেয়ে পরের ট্রেনে আসতাম। আমি তবু দুটো হাত-কটি একটু মুরগির মাংস ঝোল দিয়ে খেয়ে এসেছি, বাকিরা ওই সন্ধ্যার চা জলখাবারটাই খেয়ে এসেছে। কী আর করা যাবে। স্টেশনে চাদর পেতে বসে পড়লাম 'খাজা বাবা কি মেহেরবানি' বলে। ক্রমশ

খ ব রে দ নি য়া

মুরগি সুস্থ, তবু সেই পোলট্রি থেকেই চীনে মানবদেহে ছড়াচ্ছে নতুন বার্ড ফ্লু ভাইরাস



কুশল বসু, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল, তথ্যসূত্র চায়না ডেলি। ছবিতে দক্ষিণ পশ্চিম চিনের চঙকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি খেলার অনুষ্ঠানে নয়া বার্ড ফু ভাইরাসকে তাড়া করছে একটি ক্যাপসুল। ছবির সূত্র চিনা নিউজ সার্ভিস। •

ফের বার্ড ফ্লু শুরু হয়েছে চীনে।
এবারে চিরাচরিত এইচ ফাইভ এন
ওয়ান ভাইরাস নয়। সেই ভাইরাস রূপ
পরিবর্তন করে এইচ সেভেন এন নাইন
(H7N9) রূপ নিয়েছে। এই ভাইরাস
পাখির গায়ে থাকলেও পাখির জ্রজ্যালা
কিছুই হচ্ছে না। দেখে বোঝাই যাচ্ছে
না কিছু। কিন্তু মানুষ অসুস্থ হয়ে
পড়ছে। এখনও পর্যন্ত চীনের উত্তর ও
দক্ষিণের বিভিন্ন প্রদেশে এই ভাইরাসে
আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ৬০ জন মানুষ

এবং তার মধ্যে ১৩ জন মারা গেছে।
সম্প্রতি অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা এলাকা মধ্য
এবং উত্তর চীনেও (যথাক্রমে হেনান
প্রদেশ এবং বেজিংয়ে) এই ভাইরাসের
সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছে।

এদিকে চীনের পোলট্রি শিল্প মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে এই সংক্রমণের জন্য। লোকে পোলট্রির জিনিস খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে, যদিও সরকারিভাবে তা খাওয়া না খাওয়ার ব্যাপারে কিছু জানানো হয়ন। তবে সাংহাইয়ের হয়াসান হাসপাতালের সংক্রমণ রোগ বিভাগের প্রধান জানাচ্ছেন, আক্রান্তদের মধ্যে অস্তত অর্ধেক কোনো না কোনোভাবে পোলট্রি ব্যবসার সাথে যুক্ত। বাকিরা স্থানীয় বাজার থেকে পোলট্রি প্রোডাক্ট কিনেছিল।

কেশবেশ্বর মন্দির ও ধন্বন্তরী কালী মন্দির

দীপঙ্কর সরকার, ঢাকুরিয়া ইস্ট রোড, কলকাতা ৭৮, ১৮ মার্চ। সঙ্গের ছবি লেখকের তোলা। •

কলকাতা থেকে ৭০ কিমি দ্রত্বে লক্ষ্মীকান্তপুর, দক্ষিণ চবিবশ পরগনা। ২ ডিসেম্বর ২০১২ রবিবার ভোরবেলা ঢাকুরিয়া থেকে নামখানা লোকালে উঠে বসলাম ৫টা ১৭ মিনিটে, জয়নগর মজিলপুরে নেমে ধন্বস্তরী কালীমন্দির যাওয়ার জন্য। অত শীতের সকালেও ভালোই ভিড় ছিল।

লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনে নেমে, কিছুদুর হেঁটে অটো স্ট্যান্ডের দিকে গোলাম। মন্দিরবাজারের অটোতে উঠলাম। জারগাটা বিজয়গঞ্জ। সেখানে বাজারের পাশেই কেশবেশ্বরের (শিব) মন্দির। বাংলা ১১৫৫ সনে স্থাপিত হয় পাড়দাহ নিবাসী কেশবচন্দ্র রায়টোধুরী ঘারা। জনগণের সাহায্যে ও তারাপদ রায়, ধীরেন্দ্রনাথ পুরকাইতদের সহযোগিতায় ১৩৫৬ সালে সংস্কার হয় এটি। সংস্কার সমিতির অর্থ সহযোগিতায়। উদ্যোক্তা মদন হালদার, সুখবিলাস মণ্ডল। অটোস্ট্যান্ডের পাশেই কেশবেশ্বরের মন্দির। মন্দিরের জুগর্ভ অংশ অনেকটা বসে গিয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে অনেকটা উচুতে উঠতে হয়। তিনদিক খোলা মন্দির। চারচালা মন্দির। কার্ক্লার্য করা। ওপরে চূড়া আছে। মন্দিরের সামনে বাজার বসে। মন্দিরের পাশ দিয়ে রাস্তা লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশন পর্যন্ত গেছে। একটু ঘুরে ঘুরে দেখে স্টেশনে গোলাম।

কিছুক্ষণ পর জয়নগর স্টেশনে নামলাম। স্টেশন থেকে বেরিয়ে দেখলাম দু-ধারে সব জয়নগরের মোয়ার দোকানের সারি। সেসব পেরিয়ে পখচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ধয়স্তরী কালীমন্দিরে কীভাবে যাব? স্থানীয়রা বলল, সাইকেল ভ্যানে চেপে যান। সাইকেল ভ্যানে চেপে বসলাম। মিনিট পাঁচের পরে একটা রাস্তার মোড়ে নামলাম। সেখান থেকে বাঁদিকে ৭ নং ধয়স্তরী রোড, মজিলপুর পৌছলাম। পৌছে দেখলাম ডানদিকে সবুজ রঙের দোচালা টিনের ছাউনি যুক্ত প্রশস্ত প্রান্তন। সেখানে ভক্তরা আসে পূজার সময়। মূল মন্দির টিনের ছাউনির পেছনে। সবদিক দিয়েই মূল মন্দিরে প্রবেশ করা যায়। তিনটি প্রকাষ্ঠ আছে। ধয়স্তরী কালীমূর্তি মাঝখানে। ছোট্ট চারহাত কাপড় পরানো শ্যামা মূর্তি। চতুর্ভুজা শ্যামারাকী, পটলচেরা



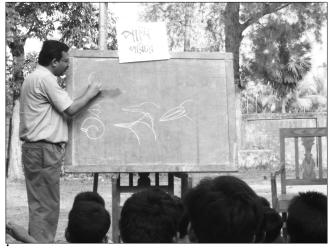
চোখ, দেবীর পদতলে শিব। কাপড় খুব সুন্দর করে পরানো। অপূর্ব খুব ছোট্ট শ্যামামূর্তি, এককথায় নয়ন সার্থক। মজিলপুর নিবাসী যদুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতাঠাকুরানী অন্নপূর্ণা দেবী ১৩৪৫ সালে এটি স্থাপন করেছিলেন। নিয়মিত এখানে পূজারিরা পূজা করেন। প্রধান পূজারি পূজা করার সময় আমি চতুর্ভুজা শ্যামারূপীর ছবি তুললাম। মাথার পেছনে ছবি তোলার সামান্য শন্দে, পূজারি একটু ঘাড় ঘুরিয়ে বিরক্ত হলেন। একজন সহকারী সাধক এসে বললেন এই মন্দিরের 'মহাশক্তি মাদুলির সর্বরোগহরা ও সর্ব কার্যসিদ্ধ প্রদান' গুণাগুলের বিবরণ। এই 'মাদুলি ধারণ করিলে ও কঠোর নিয়মাবলী মানিলে বাতের ব্যথার উপশম হয়'। এক একটা প্যাকেট তিনটাকা। মন্দিরের পাশের ঘর থেকে পাওয়া যায়। আমি দুটি প্যাকেট কিনলাম। প্যাকেটের সাথে 'নিয়ম মানিয়া চলার নির্দেশ' আছে। মন্দিরের সামনে রাস্তার উপ্টেটি ঘাট বাঁধানো, চারিদিকে গাছপালা সমৃদ্ধ পুকুর।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এরকম আরও অনেক মন্দির আছে। যেগুলি এখনও অজানা ও অচেনা রয়েছে সেগুলির দর্শনের আশায় রইলাম।

কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটির ৩৮তম রাজ্য সম্মেলন

৯ এপ্রিল, নিজামউদ্দিন আহমেদ, মেটিয়াব্রুজ •

ডাঃ ঘারকানাথ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটির ৩৮তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ৬-৭ এপ্রিল নদিয়ার পলাশীতে। ছড়াকার সৃজন সেনের ছড়াপাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর ছিল দুটি আলোচনা। গণাতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির সহ সভাপতি তাপস চক্রবর্তী 'মানবাধিকার ও সামাজিক দায়বদ্ধতা' নিয়ে এবং অর্থনীতিবদ রতন খাসনবীশ 'পুঁজিবাদ নির্ভর উন্নয়ন এবং দরিদ্র ভারত' বিষয়ে বলেন। প্রতিনিধি সম্মেলনে সারা রাজ্য থেকে শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করে। সভাপতি অমলেন্দু দে অসুস্থতার জন্য আসতে না পারায় তাঁর লিখিত বক্তব্য পাঠ করা হয়। সম্মেলন থেকে আগামী বছরের জন্য ১২ জনের সম্পাদকমগুলী মনোনীত হয়। এছাড়া আরও ১৯ জনকে নিয়ে মোট ৩১ জনের কার্যনির্বাহী সমিতি গঠিত হয়।



মহিরামপুর শিশু নিকেতন স্কুলে স্থানীয় পাখি পরিচয়ের শিক্ষা দিচ্ছেন সুমন সরকার। ছবি তুলেছেন পার্থ কয়াল, ফলতা, ১২ এপ্রিল।

শান্তিরঞ্জন বসুর কলমে ডুয়েল প্রসঙ্গ

রবিন পাল, ৩০ মার্চ,২০১৩ • আইনজীবী শান্তিরঞ্জন বসু লিখে ফেলেছেন একটা নয় দুটো বই, ডুয়েল নিয়ে। নিত্যনত্ন প্রসঙ্গে ব্যাপৃত হওয়া আমাকে বিস্মিত করে চলে। ডুয়েল এক প্রাচীন পাশ্চাত্য ঐতিহ্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অপমান এর উৎস, যদ্ধান্ত তলোয়ার থেকে আধুনিক কালে পিন্তল। এখন অবশ্য ডুয়েল কঠোরভাবে বেআইনি। শান্তিরঞ্জনের মতো আমরাও দেখে অবাক হই যে বহু রাজা, লেখক, শিল্পী, কবি, সমালোচক, ডাক্তার, উকিল ডয়েল লড়েছেন। আসলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেমন সত্য, অপমান তেমন অনিবার্য, তাই ডুয়েল ঘটেছে বারে বারে। ভুয়েলের নানা নিয়ম ছিল। যেমন, যাকে চ্যালেঞ্জ করা হত তারই ছিল স্থান, সময়, যুদ্ধাস্ত্র নির্ধারণের অধিকার। একটি বইতে তিনি হাজির করেছেন মাদাম কুরীকে নিয়ে ডুয়েল, দুরাম্ভী ও মানের ডুয়েল, মার্ক্সের ডুয়েল, মার্টিনভ ও শেরমনতভের ডুয়েল, ভলতেয়ারের ডুয়েল, টুপি নিয়ে ডুয়েল প্রভৃতি। বর্ণিত একুশটি ডুয়েলের প্রতিদন্দীরা সবাই অবশ্য আজকের পাঠকের পরিচিত নন, তবে তাঁরা সমকালে ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাত। আর একটা কথা, এইসব ডুয়েলে নারী অনেক ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হলেও অনেক ক্ষেত্রে নয়। তুচ্ছ অহং বোধে ধাৰাও অনেক ক্ষেত্রে এই প্রাণঘাতী দ্বন্দ্বযুদ্ধের কারণ হয়েছে। শান্তিরঞ্জনবাবুর কৃতিত্ব নানাবিধ। ক) তিনি যথাসম্ভব নাটকীয় কাহিনী নির্মাণ করে প্রতিটি অধ্যায়কে রচনা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। খ) সংলাপ, বর্ণনা, উপস্থাপনা সাবলীল — যাতে সাধারণজন লেখাগুলি হাতে তুলে নিতে পারে৷ গ)

প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে আছে বর্ণিত ডুয়েল তথ্যের উৎস। এই একুশটি ডয়েল কাহিনী রচনার জন্য তাঁকে যে অসংখ্য বই ঘাঁটতে হয়েছে।

ভুরেল কাবেশা রাস্পার জন্য তানে যে অসংখ্য বহু যাটতে হুরেছো

দ্বিতীয় বইটি হল — 'ডিরোজিও-র ক্লাস'। আপাতদৃষ্টিতে বইটি ডুয়েল
প্রসঙ্গে কেন তা নিয়ে ধন্ধ তৈরি হতে পারে। আসলে ১৮২৯ সালে ৫ ও
৬ জুন ডিরোজিও হিন্দু কলেজে ক্লাস নিয়েছিলেন। দুদিনই ক্লাসের বিষয়
ছিল 'ডুয়েলের সার্থকতা'। এক ফরাসি গবেষক লেখক ভিক্টর জাকমঁ তাঁর
রোজনামচায় লেখেন যে তিনি এই ডুয়েল বিষয়ক বন্তৃতায় হাজির ছিলেন।
ডিরোজিও তাঁর বন্তৃতায় ৫২টি ডুয়েলের উল্লেখ করেছিলেন, যে তালিকাটি
বইয়ের ১০০-১০১ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। আমার দুটো বিষয়ে কৌতৃহল —
ডিরোজিও হঠাৎ এমন একটি বিষয় নিয়ে দুদিন বন্তৃতা দিলেন কেন? সে
কি কারো অনুরোমে? এই বন্তৃতার বিবরণ বা লিখিত প্রবন্ধ কোথায়
পাওয়া যাবে? বইটির শেষে অবশ্য দুটি বাংলা বই সমেত ২৬টি বইয়ের
উল্লেখ আছে। যদিও রমাপ্রসাদ দে সম্পাদিত ডিরোজিও বিষয়ক প্রবন্ধ
সংকলনটি এবং শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় সংকলিত বইদুটির উল্লেখ নেই।
এ বইয়েরও প্রশংসনীয় গুল — অতীব আকর্ষণীয় উপস্থাপন এবং তথ্যের
প্রতি মনোযোগ। প্রবীণ এই লেখক গবেষকের বইদুটি পাঠককে আকৃষ্ট
কর্মক এই কামনা করি।

ডুয়েল, একটি নিষিদ্ধ পাশ্চাত্য ঐতিহ্য, শান্তিরঞ্জন বসু, নন্দিতা, ১০০ টাকা; ডিরোজিওর ক্লাস, শান্তিরঞ্জন বসু, বাঙলার মুখ, ১৪০ টাকা।

খবরের কাগজ সংবাদে**মকুর**

মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,

কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১ সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮ দুরভাষ : ০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬, ই–মেল

: manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো
সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।